প্রথম আলো

তারিখ 06 JUL 2015
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

অবশেষে দায়িত্ব পেলেন দুই নারী শিক্ষক

খুলনা প্রতিনিধি ●

অকারণেই দীর্ঘ একটা বছর নিগ্রহের শিকার হওয়ার পর অবশেষে এ থেকে মুক্তি পেলেন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন নারী প্রভাষক। তাঁদের একাডেমিক দায়িত্ব ও বসার জায়গা দেওয়া হয়েছে। তাঁদের সঙ্গে অন্য শিক্ষকেরাও এখন হাসিমুখে কথা বলছেন।

এই দুই শিক্ষকের প্রতি অমানবিক আচরণ নিয়ে গত ২৪ জুন 'খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, এ কেমন আচরণ!' শিরোনামে *প্রথম আলো*তে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। ওই দিনই বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) নগর ও গ্রামীণ পরিকল্পনা বিভাগের এ দুজন শিক্ষকের সমস্যা সমাধানে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেয়।

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

অবশেষে দায়িত্ব

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পত্রিকায় প্রকাশিত ওই খবরের পরিপ্রেক্ষিতে ইউজিসির নির্দেশের পর একাডেমিক দায়িত্ব দেওয়ার পাশাপাশি দুই শিক্ষক শিল্পি রায় ও লোপা ইসলামকে দেওয়া হয়েছে বসার স্থানও।

শিল্পি রায় ও লোপা ইসলাম জানান, তাঁদের একাডেমিক দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আগে যে শিক্ষকেরা ভালো ব্যবহার করতেন না, তাঁরা এখন ভালো ব্যবহার করছেন। বিভাগের জ্যেষ্ঠ শিক্ষকেরাও তাঁদের সমস্যা সমাধানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন।

এ দুই শিক্ষক বলেন, 'আমাদের সঙ্গে যা করা হয়েছে তা খুবই অমানবিক। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষকের সঙ্গেই-যেন এমন আচরণ না করা হয়। আমরা আশা করছি— এমন ঘটনার আর পুনরাবৃত্তি হবে না।'

এদিকে নগর ও গ্রামীণ পরিকল্পনা বিভাগের প্রধানের পদ থেকে শিক্ষক মো. আহসানুল কবীরকে অব্যাহতি দিয়ে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে শিক্ষক মোস্তফা সারোয়ারকে। গত বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার দপ্তর থেকে পাঠানো এক চিঠিতে গতকাল রোববারের মধ্যে ওই পদে দায়িত্ব নিয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে জানাতে বলা হয়েছে মোস্তফা সারোয়ারকে। এর আগে ২৪ জুন রেজিস্ট্রারের কাছে চিঠি পাঠিয়ে প্রধানের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চেয়েছিলেন আহসানুল কবীর।

এ ব্যাপারে মোস্তফা সারোয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি এ-সংক্রান্ত কোনো কথা বলতে অস্বীকৃতি জানান। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের প্রতি তাঁর সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা রয়েছে এবং কর্তৃপক্ষ তাঁকে কোনো দায়িত্ব দিলে তিনি তা পালন করবেন বলে জানান।

রেজিস্ট্রার দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, আজ সোমবার মোস্তফা সারোয়ার নতুন দায়িত্ব নিয়ে প্রশাসনকে অবহিত করবেন।

শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার এক বছর পরও প্রভাষক শিল্পি ও লোপাকে দায়িত্ব পালন থেকে বঞ্চিত করা হয়। এমনকি বিভাগে বসার জায়গাও দেওয়া হয়নি তাঁদের। শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলা ও প্রধানের সঙ্গে দেখা করতেও ছিল নিষেধাজ্ঞা। ফলে প্রতিদিন বিভাগে গেলেও বারান্দায় দাঁড়িয়েই সময় পার করতেন এ দুই প্রভাষক।